একটি দায়িত্বপূর্ণ, বহুজাতিক, ঐক্যবদ্ধ জগতের অ্যালাইয়্যান্স

মানব দায়িত্ববোধের সনদপত্র

ভূমিকা

"পৃথিবী আমাদের একমাত্র অপ্রতিকল্পনীয় আবাস। মানবজাতি তার সকল বৈচিত্রের জীবিত জগতের ও তার বিবর্তন প্রক্রিয়ার অংশ, তাদের নিয়তি অবিভাজ্য।"

১৯৯৯ সালে একটি দায়িত্বপূর্ণ, বহুজাতিক, ঐক্যবদ্ধ জগতের জন্য গঠিত অ্যালাইয়্যান্সের অনেকগুলি কর্মদলকে যে সনদপত্রের প্রথম পরিকল্পনা পেশ করা হয় উক্ত বক্তব্যটি তারই মুখবন্ধ। এই অ্যালাইয়্যান্সটি একটি শ্রেষ্ঠতর জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির ও প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাপ্রনোদিত সম্মিলিত সংশ্রয়। যদিও এটির কোন শক্তিসংগঠন বা নিয়মানুগ সদস্যতা নেই অ্যালাইয়্যান্সটির অস্তিত্ব পরিবর্তনশীল প্রতিনিধির একটি দলের মাধ্যমে, যারা এক জগৎ দৃষ্টি ও দায়িত্ববোধের অঙ্গীকার। এর প্রধান কর্ম বিভিন্ন মহাদেশের মানুষকে একত্রিত করা যাতে তারা মানবপ্রচেষ্টার সকল ক্ষেত্রে একে অপরের নানান ভাব অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে পারে এবং মনুষ্যজাতির মর্যাদাপূর্ণ জীবনধারনের জন্য ও আমাদের এই গ্রহের সংরক্ষণের জন্য সঙ্কল্পনা স্থাপন করতে পারে।

১৯৯৩ সালে অ্যালাইয়্যান্সটি তার ভিত্তি দলিল, একটি সংহতিপূর্ণ ও দায়িত্ববোধক জগতের প্লাটফর্ম, প্রকাশনার সাথে গঠিত হয়। এই পুস্তকটি আমাদের কাছে একটি আহ্বান ছিল সম্মিলিত হয়ে আজকের জগতের সকল গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটের সম্মুখে আমাদের যে শক্তিহীনতা যেমন উত্তর ও দক্ষিণের মাঝে, ধনী ও নির্ধন, নর ও নারী, প্রকৃতি ও মানবের মাঝে যে ভেদ সৃষ্টি হয়েছে তাকে পরাভূত করা।

কিন্তু আরেকটি সনদপত্র কেন ?

যে সঙ্কটকালের সম্মুখিন আমরা তার সাথে মোকাবিলা করার জন্য এই সনদপত্রের উৎপত্তি। ২১ শতকের বিশালদর্শন প্রতিদ্বন্দের জন্য মানবজাতির একটি নতুন সামাজিক চুক্তি গঠন করা প্রয়োজন তার এই আবাসস্থান উত্তরজীবিতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি আংশীদায়িত্ব স্থাপনে জন্য। এধরনের চুক্তিকে সনদপত্রের রূপাকৃতি দেওয়া দরকার যাকে পৃথিবীর সকল নাগরিক

সমর্থন দেব এবং কালেভদ্রে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি অনুমোদন করবে।

সনদপত্রের প্রয়োজন, তার বিষয়বস্তু, বৈধতা, আবেদন, তার ফলদানের ক্ষমতা এবং জনসমাজ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে তার মৌলিক স্থানকে কেন্দ্রীভূত করে বিস্তারিত আলোচনা।

এই ক্রমোন্নতিকালে সনদটি পূর্বপাঠ এবং ওজর দুই হিসেব প্রমানিত হল। পুঙ্খনুপুঙ্খ আন্তসাংস্কৃতিক ও আন্তবির্ষয়ক আলোচনা এবং পরিবর্তনের প্রস্তাবদান দুইই প্রোৎসাহিত করুন।

একটি "তৃতীয় শক্তি"

সকলের একমত ছিল যে সনদপত্রটি সামগ্রিক সমাজের একটি তৃতীয় শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। বর্তমানে দুটি শক্তি আন্তর্জাতিক জীবনকে শক্তিশালী করে।

প্রথমত মানবাধিকারের সার্বিক ঘোষণা, যা ব্যক্তির মর্যাদা ও তার অধিকারের সংরক্ষণের দায়িত্বে কেন্দ্রীভূত এবং দ্বিতীয়ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ যা শক্তি ও উন্নয়নের প্রচেষ্টায় আবদ্ধ। এই দুটি শক্তি বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনে অনস্বীকার্য উন্নতির কাঠামো। কিন্তু শেষ পঞ্চাশ বর্ষে বিশ্বব্যপি আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। মানবজাতি আজকে নবনব প্রতিদ্বেন্দর সম্মুখিন। এটি স্পষ্ট যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে চলার জন্য এই দুটি প্রারম্ভিক শক্তি আর যথেষ্ট নয়।

মানবজাতি ও জীবমন্ডলের সর্ম্পক কেন্দ্রীভূত করে এই তৃতীয় শক্তি পৃথিবী সনদপত্রের ধারনা প্রথম আবির্ভূত হয় ১৯৭২ সালে স্টকহোল জগৎ সম্মেলনে। ১৯৯২ সালের রিও ডি জ্যানেইরো শহরে পৃথিবী সম্মেলনের প্রস্তুতিকালে এই ধারনা পুনর্জীবিত করা হয়।

অতঃপর আন্তর্জাতিক জনসমাজের বিভিন্ন স্থানে এই সনদপত্রের নানান খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যা প্রমান করে যে এই তৃতীয় শক্তির সন্নিবদ্ধ প্রয়োজনে আজ বহুলোক বিশ্বাসী। অ্যালাইয়্যান্সটি এই সনদপত্রের একটি নিজস্ব সম্মিলিত খসড়া গঠনের উদ্দেশ্য সংকল্প নিয়েছে।

খসড়া গঠনের পদ্ধতি

ঐক্যতা ও বৈচিত্র এই দুই আবশ্যিকতাকে ভিত্তি করে সনদপত্রের গঠনের পদ্ধতি ছিল পুনরাবৃত্তিমূলকঃ সাংস্কৃতিক, ভাষাসম্বন্ধীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ভৌগলিক বৈচিত্রকে মর্যাদা দিয়ে কর্মদ্যোগের ভিত্তি স্থাপন করা। পত্রটি পুনঃ পুনঃ আলোচিত হয় মতৈক্য গঠনের প্রয়াসে।

কিছু একমতাবলম্বী প্রচেষ্টা যার সাথে অ্যালাইয়্যান্সটি সংস্পর্শ আছে - ১৯৯৪ সালে শিকাগো শহরে জগৎধর্মের সংসদের দ্বারা স্থাপিত "বিশ্বব্যাপি নীতিশাস্ত্রের প্রতি ঘোষণা"।

- ইউনেস্কোর দর্শন ও নীতি শিগের দ্বারা প্রস্তুত করা "সার্বিক নীতি প্রকল্প"।

- ১৯৯৭ সালে ভিয়েনায় ইন্টারাকশান কাউন্সিল কংগ্রেস দ্বারা প্রস্তুত করা মানব দায়িত্বের সার্বিক ঘোষণা যাতে আছে ২৫টি সম্ভ্রান্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর।

- পৃথিবী পরিষদ (মেরিস স্ট্রঙ্গ) এবং গ্রীন ক্রস ইন্টারন্যাশানাল (মিখাইল গর্বাচব) দ্বারা যুক্তভাবে লিখিত পৃথিবী সনদপত্র।

আমরা এই প্রাথমিক প্রচেষ্টাগুলির সাহায্যে নিজেদের খসড়া উন্নত করেছি এবং ভবিষ্যতে করতে থাকব।

৯৫ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে আন্দ্রে লোবস্ক এবং তার দল আফ্রিকায়, এশিয়ায়, লাতিন আমেরিকায় ও ইউরোপে কর্মস্থান গঠন করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন সামাজিক জীবনের দৈনিক বাস্তবতা থেকে সর্বসাধারন কিছু মূল্যবোধ ও নীতিসমূহ অবলম্বন করা। এরই পরবর্তী ফল ১৯৯৯ সালে সনদপত্রের প্রথম খসড়া।

১৯৯৯ থেকে ২০০০ সালের অন্ত অবধি মানুষের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে এবং নানান সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গে এই সনদপত্রের খসড়া সুনির্দিষ্ট প্রয়োজ্যতা রীতিবদ্ধ ভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। একই সময় অ্যালাইয়্যান্সের অনেক কর্মদল নিজস্ব এলাকায় ২১ শতকের নব প্রতিদ্বন্দ্ব অতিক্রম করার উপায় নির্ণয়ে প্রস্তাবদান করেছিল। ১৯৯৯ সালের সনদপত্রের খসড়া এবং এই প্রস্তাবগুলির ফলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তারই প্রভাবে ২০০১ সালে এসকল ভাব ধারনাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি নতুন পুস্তক রচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

২০০১ সালের শরৎ কালে মুসাবিদা সমিতি[২] তাদের প্রথম খসড়াটি বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের সমষ্টির কাছে প্রদান করে যাদের নানান মন্তব্য এই প্রাথমিক পুস্তকটি নিশ্চিতরূপে উন্নত হয়। ডিসেম্বর ২০০১ সালে ফ্রান্সের লিলে শহরে অ্যালাইয়্যান্সের প্রচেষ্টায় আয়োজিত নাগরিকদের জগৎ সভায় এই সংশোধিত খসড়া পেশ করা হয়। অংশগ্রাহকেরা তাদের বিবিধ পটভূমিকার উপর খসড়াটিকে পরীক্ষা করেন। তাদের মন্তব্যের সাহায্যে আরেকটি সংশোধিত পাঠ গঠিত হয় যেটি লিলে সভার অন্তে মিত্রসংঘের কাছে আরও মন্তব্যের জন্য উপস্থাপন করা হয়। অবশেষে এই শেষ পুস্তকটি রচনা করা হয় এবং অতঃপর ২০০২ সালের অক্টোবর মাস থেকে এটিকে বিস্তারিত ভাবে প্রচার করা হয়েছে।

এই সনদপত্রটি এখন জনসমাজের কাছে এই আশা করা যায় কোন এক সময় সমগ্র আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির কাছে স্বীকৃতিলাভ আব্যশক। অ্যালাইয়্যান্সটি বিবিধ সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গে ও সমাজ বৃত্তিমূলক দলের মধ্যে সনদটি প্রয়োজ্যতা পরীক্ষা করতে থাকবে।

সনদপত্রটি কি এবং কি নয়

মানব দায়িত্বের সনদপত্র কোন বৈধিক দলিল বা ব্যবস্থাপত্র নয়। সেটি স্বাক্ষর বা অনুমোদন প্রার্থনা করে না। এটি একটি আহ্বান, একটি প্রস্তাব, একটি পদ্ধতি, একটি উপযুক্ত মতের আবহাওয়া সৃষ্টি করা, সর্বসাধারণ কর্মের মূলনীতি গঠনই এর উদ্দেশ্য। বিশ্বব্যাপী স্তরে মানব আচরণ ও সম্পর্কের কতকগুলি সমবেত নির্দেশক ভাবধারনা অঙ্কিত করাই এর প্রচেষ্টা। সংক্ষেপে আন্তর্জাতিক জনসমাজের এবং একটি নতুন জগৎ সম্প্রদায়ের ভিত্তিস্থাপনই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

সনদপত্র স্থাপন কিন্তু আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ নয়। সনদটি শুধু অ্যালাইয়্যান্সের কর্মদলের নানান প্রস্তাবের কিছু সর্বসাধারন অপরিহার্য অংশ উজ্বল করে তুলে ধরে। যেমন ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত স্তরে দায়িত্বগ্রহণের আব্যশকতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বন।

এর নির্দেশক মূলনীতিগুলিকে একটি সর্বসাধারন কেন্দ্রীস্থিত ভিত্তি হিসাবে প্রস্তাব করা

হচ্ছে যা মানব প্রয়াসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং উপযুক্ত সাংস্কৃতিক আকারে রূপান্তরিত হবে। একটি উপমা ব্যবহার করলেঃ এই সর্বসাধারন ভিত্তিকে আমরা একটি বটবৃক্ষের শেকড়ের ন্যায় বলতে পারি যা অধিক শাখাপ্রশাখা এবং গুঁড়ির উৎ পাদন করে। এই শাখাপ্রশাখা এবং গুঁড়িগুলি তবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গে ও মনুষ্য কর্মের নানান ক্ষেত্রে সর্বসাধারন এই নির্দেশক মূলনীতিগুলুর প্রয়োগ।

---

২ মুসাবিদা সমিতির সদস্যগণঃ ওয়েসলি আরিয়ারাজ, ট্যানাস বাসিল, এলিজাবেথ বোড়গীনাট, এডিথ সিজু।

৩ পীয়রে কালামে, চ্যান গাঁই ওয়েঙ্গ, কারমেলিনা কারাচিলো, হামিদৌ আবৌক্যাব্রি দিয়াল্লো, হ্যামিল্টন ফারিয়া, ইউলালিয়া ফ্লোর, ফিলিপ্পে গীড়লেট, স্টিফান হেসেল, আন্দ্রে লোবস্ক, এড় গার মোড়িন, রাইমুন্ডো পানিক্কার, মাকারান্দ পারাঞ্জাপে, কনরাড কাইজার, সেসিল সাবোরিন, জন টেলর, জেরাল্ড ওয়ানজাহি, ইউ শুও, জাও য়িফেঙ্গ।

সনদপত্রটির বিশিষ্ট অংশগুলি হল

- এটি ২১ শতকের নানান প্রতিদ্বন্দ্বের সম্মুখে মানব দায়িত্বের একটি সনদপত্র।

- এটি শুধুমাত্র সমকালীন স্বল্প-সাময়িক প্রয়োজ্য কোন বিষয়ের বা কোন সুনির্দিষ্ট মনুষ্য কর্মের প্রতিবেদন নয়। সনদপত্রটি সেই সকল সাধারন মূলনীতিকে স্থাপন করে যা তাদের সকল সমর্থকের অঙ্গীকার।

- সনদপত্রটির উদ্দেশ্য একটি নতুন সামাজিক চুক্তির ভিত্তিস্থাপন যার দ্বারা সকল সামাজিক এবং বৃত্তিমূলক দলের সমাজের সঙ্গে আচার ব্যবহারের নতুন নিয়ম সৃষ্টি হবে। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য এবং রাজনৈতিক, সাংগঠনীক এবং বৈধিক ক্ষেত্রেও একটি নতুন কাঠামো গঠন করাই এর প্রধান প্রটেষ্টা।

- এর সাধারন মূলনীতিগুলিকে বিবিধ প্রসঙ্গে প্রয়োজ্য করে তুলতে হবে এবং ক্রমে মনুষ্য কর্মের নানান সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যক্তির, সমষ্টির, সামাজিক বৃত্তিমূলক দলের, ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির এবং সরকারের নির্দেশক মাপকাঠি হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে।

মানব দায়িত্বের সনদপত্র

সনদপত্রে ভিত্তিমূলক ছটি তত্ত্ব

১) মানবজাতি সমাজে এবং সকল সামাজিক ক্ষেত্র আজকে যে সম্পূর্ণ মৌলিক পরিস্থিতির সম্মুখীন তার জন্য একটি তৃতীয় নৈতিক শক্তির প্রয়োজন যা সমকালীন আন্তর্জাতিক জীবনে যে দুটি প্রধান শক্তিঃ মানবাধিকারের সার্বিক ঘোষণা এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ তাদের পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে।

২)এই একই নৈতিক নিয়মগুলি যেকোন ব্যক্তিজীবন পরিচালনা এবং আইন তথা প্রশাসনকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যক্তিগত এবং সম্মিলিত ক্ষেত্র প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৩)দায়িত্বশীলতা সম্পর্কিত সমস্ত ধারনাগুলি মানবসম্পর্কের সাথে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত

থেকে একটি আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী সৃষ্টি করে। এই সর্বসাধারণ নিয়মধারনাগুলিই মানব দায়িত্বের সনদপত্রটির মূল নৈতিক ভিত্তি।

৪) মনুষ্য কর্মের প্রভাব এবং বিভিন্ন মানবসমাজের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জন্যে সামাজিক দায়িত্ববোধের একটি বিস্তৃত সংজ্ঞা একান্তই প্রয়োজন। এর মূলত তিনটি দিক রয়েছে - কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ফলের দায়িত্ব বহন করা, শক্তিহীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একে অপরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং আমাদের দায়িত্ববোধ যে আমাদের জ্ঞান এবং শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এটা স্বীকার করা।

৫) মানব দায়িত্বে সনদপত্রটি কোন নিয়মাবলী গঠন না করে শুধুমাত্র মানবিক অগ্রাধিকারের প্রস্তাব দেয় এবং নির্বাচনে সহায়তা করে।

৬) সর্বানুমোদিত মানব দায়িত্বে সনদপত্রকে ভিত্তি করে প্রত্যেক সামাজিক এবং বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব দায়দায়িত্ব সূচক বিধিগুলি গঠন করতে আহ্বান করা হয়। এই বিধিগুলি হল এসকল প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের মধ্যেকার যোগসূত্রের প্রধান ভিত।

ভাবনা

আগে কোন মানুষের পক্ষে অপর জনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করা কখনোই সম্ভব ছিল না। পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য যে পরিমাণ জ্ঞান এবং শক্তির প্রয়োজন হয় আগে সেটাও ছিল না।

ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে থেকে আসা প্রভূত সম্ভাবনা সত্ত্বেও, এবং মানবর্জাতি নতুন শক্তি থাকা সত্ত্বেও বহু বছর ধরেই নজিরবিহীন সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে।

মানব ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে আমরা দাঁড়িয়ে, যখন বিভিন্ন জাতির স্বদেশীয় এবং একে অপরের মধ্যে অর্থনৈতিক বিভেদ ক্রমবর্ধমান, কতিপয় মানুষের হাতে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শক্তি আবদ্ধ, আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র বিপর্যস্ত, প্রাকৃতিক সম্পদকে অত্যাধিক ভাবে শোষণ করা হচ্ছে, যার ফলে বিশ্বব্যপী অস্থিরতা এবং সংঘর্ষের সৃষ্টি হচ্ছে এবং পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সমন্ধে সকলেই চিন্তিত।

তবু নতুন বাধাগুলি অতিক্রম করতে আমাদের যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি সাহায্য করে তারা এখন কর্মদ্যোগের দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছে। বিশ্ববাজারের বিস্তৃত শক্তি দেশগুলির ঐতিহ্যবাহী ভূমিকার গোড়ায় আঘাত করে ক্ষয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সংকীর্ণ স্বার্থের প্রতি আগ্রহী বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমেই বিশ্বের সমস্যার সম্মুখীন হওয়া এবং বিশ্লেষণ করা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখছে এবং তাদের পারস্পরিক কার্যকলাপ বর্তমানে মানবতার ক্ষেত্র মূল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যকে পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যবসাগুলি অনেক সময় সামাজিক এবং পরিবেশগত চিন্তাভাবনার পরিবর্তে লাভের রাস্তা অর্জন করেছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিও সামাজিক নতুন বাধাগুলির উপযুক্ত সমাধান বার করতে অক্ষম।

প্রসঙ্গে আমাদের মধ্যে প্রত্যেককেই ব্যক্তিগত এবং সম্মিলিত স্তরে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে।

এই সনদপত্রটি দায়িত্বগুলি এবং তাদের সম্পাদনার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। মানবিক দায়িত্বশীলতার উপর ভিত্তি একটি গণতান্ত্রিক বিশ্বপ্রশাসন গঠন করার ক্ষেত্রে এটাই হল প্রথম পদক্ষেপ এবং উন্নয়নের দিকে এটি একটি আইনগত পদক্ষেপ যার মধ্য় দিয়ে এই দায়িত্বগুলি ঠিকমতো পালন করা যেতে পারে।

দায়িত্ববোধের প্রকৃতি

সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর কোন ব্যক্তি অথবা যুথবদ্ধ মানুষের কাজের অব্যবহিত বা বিলম্বিত প্রভাব জনগণের মধ্যে, বিভিন্ন সমাজের মধ্যে এবং মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার ক্রমবর্দ্ধমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমেই তীব্রতর হয়।

মানবসমাজের নতুন বাধাগুলোর মাঝে ভূমিকা পালনের জন্য এটাই আমাদের প্রত্যেকের কাছে নতুন সম্ভাবনার সঞ্চার করে। প্রত্যেক মানুষেরই দায়িত্বগ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে। এমনকি যারা নিজেদের শক্তিহীন বলে মনে করে এখনও তারা একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে এটি সংযুক্ত শক্তি গঠন করতে পারে।

যদিও মানবাধিকার সকলের সমান কিন্তু সে অধিকারের সম্ভাবনাগুলি তাদের দায়িত্ববোধের সঙ্গে সমানুপাতিক। মানুষের তথ্য, জ্ঞান, শক্তি উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে আধিক স্বাধীনতা এবং দায়িত্বগুলি পালনের অতিরিক্ত ক্ষমতা থেকেও মানুষের কাজের বিচার করার কর্তব্যটি শ্রেষ্ট বলেই বিবেচিত হয়।

দায়িত্ববোধ শুধুমাত্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ছাড়াও অতীতের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেও যুক্ত থাকে। সংশ্লিশ্ট ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সম্মিলিতভাবে ধ্বংসকরণের বোঝা সর্বদাই নৈতিক স্বীকৃতিলাভ করে এবং যত দূর সম্ভব অধিকারগুলিকে একটি ব্যবহারিক শর্তাবলী মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়।

যেহেতু আমরা আমাদের বর্তমান ও অতীতের কাজের ফলাফল আংশিক হলেও অনুভব করতে পারি তাই আমাদের দায়িত্ববোধও সমভাবে আমাদের কাছে পরিশীলিত ক্রিয়াকলাপ এবং সতর্কতা প্রদর্শনের দাবী করে।

দায়িত্বশীলতার প্রয়োগ

সমগ্র মানবইতিহাস জুড়ে ধর্মীয় অথবা অন্যান্য জ্ঞানের ঐতিহ্য মানব আচরণকে দায়িত্বশীল হিসাবে পরিচালনা করতে মূল্যবোধের শিক্ষাদান করে এসেছে। তাদের মূলে প্রস্তাব যেটা বর্তমানে অত্যন্ত প্রাসাঙ্গিক সমাজের মৌলিক পরিবর্তন ব্যক্তিগত মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া একেবারেই অসম্ভব ছিল।

এই মূল্যবোধগুলি সকল প্রকারের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার, বলপ্রয়োগের পূর্বে আলোচনাকে প্রাধান্য দেওয়া, অন্যের ব্যাপারে বিবেচনা ও সহানুভূতি প্রদর্শন, দৃঢ়তা এবং অতিথিবাৎসল্য, সত্যবাদিতা এবং আন্তরিকতা, শান্তি এবং একতা বিচার এবং ন্যায়পরায়নতা এবং স্বার্থের কথা না ভেবে সকলের মঙ্গলকেই অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলে থাকে।

কিন্তু তবুও পরিবেশকে রক্ষা করতে গিয়ে এবং মানবাধিকারকে সম্মান জানাতে গিয়ে যখন কোন ব্যক্তি অথবা একটি সমাজ অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্র সহায়তাদানের মতো প্রয়োজনীয় কঠিন বিকল্পগুলির সম্মুখীন হয় সেই সময়েই মূল্যবোধগুলিকে একে অপরের বিরুদ্ধে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে মানুষের দায়িত্বশীলতা নির্দেশ দেয় যে কোন আব্যশ্যিকতাকেই অপরের কাছে উৎসর্গ করা উচিত নয়। অর্থনৈতিক অবিচার, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং পরিবেশ, এই সমস্যাগুলির প্রত্যেকটিকে আলাদা করে বিচার করলে এদের যে কোন অনুমোদনযোগ্য সমাধান পাওয়া যাবে এটা বিশ্বাস করাই নিরর্থক। প্রত্যেকেরই এই পারস্পরিক সংযুক্তি সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত এবং এমনকি যদি তাদের নিজস্ব ইতিহাস এবং বর্তমান পরিস্থিতির জন্য তাদের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে তবে তারা এই অগ্রাধিকারগুলিকে অন্যান্য সঙ্কটাপন্ন বিষয়কে উপেক্ষা করার মূল কারণ হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না।

উক্ত মূলনীতিগুলির পেছনে এই ধরনের চিন্তাভাবনা কাজ করেছে।

মানব দায়িত্বপালনের নির্দেশনার জন্য কতকগুলি মূলনীতি

- চিন্তাধারায় এবং কাজেকর্মে মানবাধিকারকে সুদৃঢ় করা সকলের দায়িত্ব।
- বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বের সম্মুখিন হওয়ার জন্য যেমন সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের প্রকাশ প্রয়োজনীয় তেমনই দরকার কর্মের ঐক্যতা।
- প্রত্যেকের নিজস্ব মর্যাদাজ্ঞান দাবি করে অন্য মানুষ স্বাধীনতা এবং মর্যাদার সংরক্ষণ।
- মনুষ্য মর্যাদা ও অধিকারকে সম্মান করে এমন একটি ন্যায়ভাবনা উপস্থাপন না হওয়া পর্যন্ত স্থায়ীরূপে শান্তিগঠন অসম্ভব।
- মানুষের পার্থিব চাহিদা এবং অপার্থিব আকাঙ্খা এই দুইই যতক্ষণ পর্যন্ত সমানভাবে সম্বোধিত না হচ্ছে ততক্ষণ মনুষ্য ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণতালাভ সম্ভব নয়।

- শক্তির প্রয়োগ যদি সর্বসাধারনের মঙ্গলের জন্য হয় এবং যাদের উপর প্রয়োজ্য তারা যদি তার উপদেশক হয় তবেই তা বৈধ।

- মানব চাহিদা মেটাতে প্রাকৃতিক সম্পদের ভক্ষণকে প্রকৃতির সক্রিয় সংরক্ষণ এবং যত্নশীল পরিচালনার বৃহত্তর প্রচেষ্টার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে তুলতে হবে।

- উন্নতির প্রচেষ্টা সমবেত ধনের নিরপেক্ষ ও সমান বিতরণের থেকে অখন্ড।

- বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বাধীনতা কিছু নৈতিক সীমানায় আবদ্ধ রাখা প্রয়োজনীয়।

- মনুষ্য জ্ঞান এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা পারস্পরিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে এবং ঐক্যবদ্ধতা ও শান্তি বৃদ্ধির সেবায় প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পূর্ণতা লাভ করে।

- স্বল্প সামায়িক অগ্রাধিকার নির্ণয় করার সময় তার দীর্ঘকালীন ফলাফল ঘটতে পারে সকল ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা সমেত তা বিচার করতে হবে।